PROGGA
Knowledge for Progress

Press Release

Sylhet to be a role model in controlling hypertension: Speakers at journalists' workshop

One in every five adults in Bangladesh is suffering from hypertension. The government has taken some policy measures and programs to reduce hypertension-related deaths. Currently, anti-hypertensive drugs are being given to patients from eight community clinics of Sylhet district free of cost. However, it is very important to include anti-hypertensive drugs in the existing drug list of community clinics to ensure its availability at the grass root level across the country including Sylhet to deal with the increasing risk of hypertension. Besides, the budget allocation in this sector also must be increased to ensure an uninterrupted supply of hypertensive medication. Such information and recommendations were shared at a workshop for journalists titled "Hypertension Control in Bangladesh" held at Sanchaita Training Center in Sylhet on 25th January 2023. The workshop was jointly organized by research and advocacy organization PROGGA (Knowledge for Progress) and National Heart Foundation of Bangladesh with support from Global Health Advocacy Incubator (GHAI). Twenty-six journalists working in Sylhet metropolis heralding from print, electronic, and online media houses participated in the workshop.

It was informed at the workshop that around 3 crore people in Bangladesh are suffering from hypertension. According to 'Bangladesh NCD Steps Survey, 2018', only 14 percent hypertensive patients have been able to keep their condition under control by taking regular medications. According to the data of Global Burden of Disease Study (GBD) 2019, hypertension is one of the three major reasons for death and disability in Bangladesh. Only 29 percent of healthcare facilities have trained workers on hypertension issue. Hypertension increases the risk of heart disease, stroke, kidney disease and death. Around 10 million people die of uncontrolled hypertension worldwide every year which is more than the total deaths from all infectious diseases put together.

It was further informed at the workshop that currently patients are given one month's medicine from the NCD corners of the Upazila Health Complex. It would be possible to reduce the pressure of patients at hospitals if they could be prescribed 2-3 months' medicine at a time.

The burden of hypertension in the country is expected to increase in the coming years due to consumption of unhealthy and processed food, less physical activities, tobacco use, an increasing number of elderly in the population and other socio-economic and lifestyle factors. If the above mentioned recommendations are implemented to control hypertension, it would be possible to save many lives and prevent heart attacks and strokes at a low cost.

Muhammad Ruhul Quddus, Former Additional Secretary of the Ministry of Health and Family Welfare and Bangladesh Country Lead of GHAI was present at the workshop as the chief guest. Dr. Sapnil Sourav Roy, Medical Officer of Sylhet District Civil Surgeon Office attended the workshop as special guests. Professor Dr Md. Aminur Rahman Lashkar, General Secretary of National Heart Foundation Sylhet was present at the event as the guest of honor. ABM Zubair, Executive Director of PROGGA, chaired the workshop. Professor Dr. Sohel Reza Choudhury, Head of Department of Epidemiology & Research, National Heart Foundation of Bangladesh, Dr Shamim Jubayer, Program Manager, Hypertension Control Program, National Heart Foundation Hospital and Research Institute and Md Hasan Shahriar, Head of Hypertension Control Program, PROGGA were present at the workshops as discussants.

Communicated by,
Sadia Galiba Prova
Project Coordinator, Hypertension Control and Trans Fat Elimination Project,
PROGGA (Knowledge for Progress)
Cell # 01797441436, 01711309173
Phone # 48033119
Email: progga.cvd@gmail.com

PROGGA
Knowledge for Progress

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশে রোল মডেল হবে সিলেট

সাংবাদিক কর্মশালায় বক্তারা

দেশে প্রতি পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে একজন উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত। উচ্চ রক্তচাপজনিত মৃত্যু কমাতে সরকার বেশ কিছু নীতি পদক্ষেপ ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি সিলেট জেলার ৮টি কমিউনিটি ক্লিনিকে সরকারিভাবে বিনামূল্যে রোগীদের উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ দেয়া হচ্ছে। তবে ক্রমবর্ধমান উচ্চ রক্তচাপ ঝুঁকি মোকাবেলায় সিলেটসহ সারা দেশে তৃণমূল পর্যায়ে ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিকের বিদ্যমান ওষুধ তালিকায় উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি ওষুধ সরবরাহ নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে এখাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। আজ (২৫ জানুয়ারি) সিলেটের সঞ্চয়িতা ট্রেনিং সেন্টারে "হাইপারটেনশন কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক এক সাংবাদিক কর্মশালায় এসব তথ্য ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়। গ্লোবাল হেলথ অ্যাডভোকেসি ইনকিউবেটর (জিএইচএআই) এর সহযোগিতায় প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) এবং ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ কর্মশালাটি আয়োজন করে। কর্মশালায় সিলেট মহানগরীতে কর্মরত প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ার ২৬ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় জানানো হয়, বাংলাদেশে প্রায় ৩ কোটি মানুষ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত। বাংলাদেশ এনসিডি স্টেপস সার্ভে, ২০১৮ এর তথ্য অনুযায়ী উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্তদের মধ্যে নিয়মিত ওষুধ সেবনের মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে মাত্র ১৪ শতাংশ। গ্লোবাল বারডেন অফ ডিজিজ স্টাডি, ২০১৯ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মৃত্যু এবং পঙ্গুত্বের প্রধান তিনটি কারণের একটি উচ্চ রক্তচাপ। দেশে উচ্চ রক্তচাপ বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মী রয়েছে মাত্র ২৯ শতাংশ স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে। উচ্চ রক্তচাপের কারণে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং মৃত্যুঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। বিশ্বে প্রতিবছর ১ কোটিরও বেশি মানুষ উচ্চ রক্তচাপের কারণে মারা যায়, যা সকল সংক্রামক রোগে মোট মৃত্যুর চেয়েও বেশি।

কর্মশালায় আরো জানানো হয়, বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এনসিডি কর্নার থেকে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের একমাসের ওষুধ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে রোগীদের দুই থেকে তিন মাসের ওষুধ একবারে দেয়ার জন্য প্রেসক্রিপশন করা হলে হাসপাতালে রোগীর চাপ কমানো সম্ভব হবে।

অস্বাস্থ্যকর ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য গ্রহণ, কম শারীরিক পরিশ্রমে অভ্যস্ততা, তামাক ব্যবহার, বয়স্ক জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রা সম্পর্কিত কারণে দেশে উচ্চ রক্তচাপের বোঝা আগামী বছরগুলোতে আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে উপরের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা হলে স্বল্প ব্যয়ে অসংখ্য জীবন বাঁচানোসহ হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে বলে কর্মশালায় জানানো হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাবেক অতিরিক্ত সচিব এবং জিএইচএআই বাংলাদেশ কান্ট্রি লিড মো. রুহুল কুদ্দুস, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা সিভিল সার্জন অফিসের মেডিক্যাল অফিসার ডা. স্বপ্নীল সৌরভ রায়, সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেটের জেনারেল সেক্রেটারি অধ্যাপক ডা. মো. আমিনুর রহমান লস্কর। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন প্রজ্ঞা'র নির্বাহী পরিচালক এবিএম জুবায়ের। সাংবাদিক কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের রোগতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডা. সোহেল রেজা চৌধুরী, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনের হাইপারটেনশন কন্ট্রোল প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. শামীম জুবায়ের, এবং প্রজ্ঞা'র উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কর্মসূচি প্রধান হাসান শাহরিয়ার।

বার্তা প্রেরক,
সাদিয়া গালিবা প্রভা
প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর,
হাইপারটেনশন অ্যান্ড ট্রান্সফ্যাট প্রজেক্ট, প্রজ্ঞা।
মোবাইল: ০১৭৯৭৪৪১৪৩৬, ০১৭১১৩০৯১৭৩
টেলিফোন: ৪৮০৩৩১১৯
ইমেইল - progga.cvd@gmail.com